সত্তর দশক পেরিয়ে

হরপ্রসাদ মিত্র

আকাশবলয় ছুঁয়ে অলস মনের খেলা ছিল সারাবেলা।
তা থেকে কী-ই বা আর শেষের খামারে তোলা যায়?
নর-নারী প্রণয়ের দেহ-মন-প্রাণ-নিবিড়তা—
কিংবা যশের ক্ষুধা কিংবা টাকার পিপাসা কি
শেষ গাড়ি ছাড়বার প্রহরে ঢুকবে কিট্‌ব্যাগে?

কিছুই বাঁধে না, আহা সকলেই হাওয়ার পুতুল,
খড়কুটো দিয়ে গড়া এক-একটি ঘূর্ণীর রূপ।
ইঞ্জিন হঠাৎ যেই কানফাটা হুইসেল দ্যায়,
গাছ বাড়ি বেঞ্চিরা সকলেই পেছনে পালায়।

বোঝাপড়া এখানেই শেষ বা অশেষ কে বা জানে?
এখন একাই থাকি যদিও আছেই আশেপাশে
অনেক মমতা—কিছু স্মৃতি,—কিছু বিচার—যেমন
গাছেদের ফাঁকে ফাঁকে বাস করে বিবিধ আকাশ।

নিজের পকেটে নেই কোনো শেষ চিরকুট যাতে
কোথায় পৌঁছাবে ট্রেন তার কোনো ইশারাও আছে।
শুধু বোঝা যায় যেন শরীরের ঘুষঘুষে জ্বর
নিজেকে নিজেই বলে, এ কি মায়া?—এই কি ঈশ্বর?

স্বাধীনতা-হীনতায় কেউ আর বাঁচবে না ঠিকই,
মনকে বলেই মন, ঘটে নানা কীর্তির ইতি।
মাঝারি বা আরো নিচু মানুষের বহু মাতামাতি
সকল ভ্রমণপথে জ্বালায় ক্রমেই লালবাতি।
সিগ্‌নাল দখল করে ; 'বিপ্লব' 'বিপ্লব' শোনা যায়।
সত্তর-দশক শেষ। আশির দশকও নিরুপায়।

Autumn Annual, Vol. IX, 1980-81

প্রাক্তন অধ্যাপক ১৯৫৮—৭৬

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073